আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস-২০১৬ উদ্বোধন অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন, ঢাকা, বৃহস্পতিবার, সময়ঃ সকাল ১০ ঘটিকা, ২৪ ভাদ্র, ১৪২৩, ৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৬

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ,

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ,

ছোট্ট সোনামণিরা,

উপস্থিত সুধিবৃন্দ।

আসসালামু আলাইকুম।

আজ ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৬, 'আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস'। উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও আজ পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসের সুবর্ণজয়ন্তী। এবারে দিবসটির প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে-'Reading the past, Writing the future' যার অর্থ হচ্ছে- 'অতীতকে জানবো, আগামীকে গড়বো'। নিঃসন্দেহে এই প্রতিপাদ্য সময়োপোযোগী।

বক্তব্যের শুরুতেই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি, মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহীদ ও সম্ভ্রম হারানো ২ লাখ মা-বোনকে। জাতীয় চার নেতার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

জাতির পিতার আজীবনের লালিত স্বপ্ন ছিল ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত, সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ে তোলা। সেই লক্ষ্যে তিনি যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন গঠন করেন।

কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী 'Primary Education Ordinance-1973' এবং 'The Primary School (Taking Over) Act, 1974'-এর আওতায় বঙ্গবন্ধু ৩৬ হাজার ১৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ এবং ১ লাখ ৫৭ হাজার ৭২৪ জন শিক্ষকের পদ সরকারি করেন। দূভার্গ্যজনকভাবে এদেশ ৭৫ সালের আগস্ট ট্রাজেডির শিকার হওয়ার পর বাকি সুপারিশসমূহ ২১ বছর আলোর মুখ দেখেনি।

আমি জাতির পিতার কর্মকান্ড ও চিন্তাভাবনা অনুসরণ করে একটা কথা বলি- শিক্ষা সুযোগ নয়, শিক্ষা অধিকার। শিক্ষাই পারে-দারিদ্র্যমুক্ত, আত্মনির্ভরশীল বাংলাদেশ গড়তে। দেশে এখন প্রাথমিক শিক্ষাসহ সব ধরণের শিক্ষার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হয়েছে।

গত ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রাথমিক স্তরে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ২ কোটি ১৯ লক্ষ ৩২ হাজার ৬৩৮ জন। ২০১৫ সালে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীতে অংশ নেয় ২৮ লক্ষ ৩৯ হাজার ২৩৮ জন। পাশের হার ছিল ৯৮.৫২%। বিপুল জনগোষ্ঠী অশিক্ষার অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসেছে আলোর পথে। শিক্ষাঙ্গনে এখন ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের সংখ্যা বাড়ছে। শিক্ষায় লিঙ্গ সমতা আনার স্বীকৃতি হিসেবে ২০১৪ সালে ইউনেস্কো আমাকে 'শান্তি বৃক্ষ' পুরস্কারে ভূষিত করে।

বঙ্গবন্ধু প্রাথমিক শিক্ষাকে জাতীয়করণের ৪০ বছর পর আমিই ২০১৩ সালে দেশের ২৬ হাজার ১৯৩টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করেছি। সেদিন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১ লাখ ৩ হাজার ৮৪৫ জন শিক্ষকের চাকুরী সরকারিকরণের ঘোষণা দিয়েছিলাম। আমরা ঘোষিত পদের চেয়ে ৫ হাজার বাড়িয়ে ১ লাখ ৮ হাজার ২০০ শিক্ষকের চাকুরী সরকারি করেছি।

সুধিমন্ডলী,

দীর্ঘ ২১ বছর পর '৯৬-এ রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব নিলাম। আমাদের পদক্ষেপের ফলে মাত্র দু'বছরে সাক্ষরতার হার ৪৫% থেকে বেড়ে ৬৫.৫% দাঁড়ায়। এ অর্জনের স্বীকৃতি হিসাবে বাংলাদেশ 'ইউনেস্কো সাক্ষরতা পুরস্কার ১৯৯৮' লাভ করে। কিন্তু পরবর্তীতে বিএনপি-জামাত জোটের ২০০১-২০০৬ শাসন আমলে সাক্ষরতার হার বাড়েনি। উল্টো কমে ৪৪% নেমে যায়।

আপনারা জেনে খুশী হবেন, আমাদের সর্বাত্মক চেষ্টায় দেশে এখন সাক্ষরতার হার ৭১%। স্বাক্ষরজ্ঞানহীন মানুষ দৃষ্টিশক্তি থাকতেও এক ধরণের দৃষ্টিহীনতায় ভোগেন। তাই সবার মনের-জ্ঞানের চোখ খুলে দিতে, আপন ভাল-মন্দ বুঝে নিতে আমরা ব্যাপকভিত্তিক সাক্ষরতা কার্যক্রম গ্রহণ করেছি।

আমরা গত ৭ বছরে বিনামূল্যে ১৯৩ কোটি বই বিতরণ করেছি। পহেলা জানুয়ারি ২০১৬ দেশব্যাপী 'বই উৎসব' পালিত হয়েছে। এ বছর মাধ্যমিক পর্যন্ত বিনামূল্যে ৩৩ কোটি ৩৭ লক্ষ ৬২ হাজার ৭৭২টি নতুন পাঠ্যবই বিতরণ করেছি। এ বছর শুধু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিনামূল্যে ১০ কোটি ৮৭ লক্ষ ১৯ হাজার ৯৯৭টি বই বিতরণ করা হয়েছে। প্রাথমিক ও গণমুখী শিক্ষার প্রসারে আমাদের গৃহীত বিশেষ পদক্ষেপসমূহের মধ্যে রয়েছে-

- আমরা ২০১০ সালে আধুনিক-বিজ্ঞানসম্মত জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছি। এতে প্রাথমিক শিক্ষা, শিক্ষার্থীর মানসিক বিকাশ, আচরণ ও ভাষা শিখানোর মৌলিক স্তর হিসাবে বিবেচিত হয়েছে।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট হতে বিভিন্ন পর্যায়ে ১ হাজার ৪০০ জন দরিদ্র-মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি দিচ্ছি।
- ১০০০ কোটি টাকার 'প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট' গঠন করেছি। এখান থেকে প্রাথমিক হতে সণাতক পর্যন্ত ১ কোটি ২৮ লাখ ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।
- 'রূপকল্প-২০২১'-অনুযায়ী ডিজিটালাইজেশনের লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ১ হাজার ১০৯টি দপ্তরে ইন্টারনেট সংযোগ দিয়েছি।
- সারা দেশের ৪ হাজার ৯০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুম চালু করতে ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরসহ সরঞ্জাম দেওয়া হয়েছে।
- সারাদেশে অভিন্ন প্রশ্নপত্রে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী ও জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তন করেছি।
- এখন দেশে উপবৃত্তি প্রাপ্তের সংখ্যা ১ কোটি ৩০ লাখ। ২০১০ সালে উপবৃত্তি প্রাপ্তদের সংখ্যা ৪৮ লাখ থেকে প্রায় দ্বিগুণ বাড়িয়ে ৭৮ লাখ করেছি।
- ৪৫২ কোটি টাকা ব্যয়ে 'মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প ৬৪ জেলা' নামে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
- সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ ২০১৪ সালে দ্বিতীয় শ্রেণিতে উন্নীত করি। সহকারি শিক্ষকের বেতন একধাপ বাড়ানো হয়েছে।
- ২০১৫ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার ছিল ৯৭.৯৪%। শতভাগ ভর্তি নিশ্চিত করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।
- বর্তমানে ঝরে পড়ার হার আমরা ২০.৪% নামিয়ে এনেছি। বিএনপি-জামাত জোট আমলে ২০০৭ সালে ঝরে পড়ার হার ছিল ৫০.৫%।
- মিড-ডে মিল কর্মসূচি ৯৬টি দারিদ্র্যপীড়িত উপজেলার ৩৩ লক্ষ শিক্ষার্থীদের মধ্যে চালু করেছি। স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করে পর্যায়ক্রমে সকল স্কুলে মিড-ডে মিল চালু হবে।
- ২০১৩ সালে সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু করি। এজন্য শিক্ষকের ৩৭ হাজার ৬৭২টি পদ সৃষ্টি করে ৩৭ হাজার ৬৭২ জনের নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।
- এ বছর প্রথম বারের মত প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩২ লাখ ৮৮ হাজার ৫৩টি বই ও সমপরিমাণ অনুশীলন খাতা বিতরণ করেছি।
- শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট্রের আওতায় ৯১টি 'শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করেছি। এসব বিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যা ২০ হাজার। এদের প্রাথমিক স্তরে ৬০০ ও মাধ্যমিক স্তরে ৮০০ টাকা করে প্রতিমাসে বৃত্তি দেওয়া হয়।
- দেশের ৫২টি জেলার ১৪৮টি উপজেলায় ১ হাজার ১৪০ কোটি ২৬ লাখ টাকা ব্যয়ে ১২ হাজার ৫৬৭টি 'আনন্দ স্কুল' প্রতিষ্ঠা করেছি। ফলে ঝরে পড়া ৭-১৪ বছর বয়সী ৭ লাখ ২০ হাজার শিশু দ্বিতীয় বার প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ পেয়েছে।
- আনন্দ স্কুলে বিনামূল্যে বই দেওয়ার পাশাপাশি বিনামূল্যে পোষাক ও উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। বর্তমানে আনন্দ স্কুলে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ৩ লাখ ৪২ হাজার ১৩৬ জন।

- বিগত ৭ বছরে ৫৯০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় পুন:নির্মাণ ও সংস্কার কাজ হয়েছে। বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় ১৫০০টি বিদ্যালয় নির্মাণ প্রকল্পের মাধ্যমে গত ডিসেম্বর পর্যন্ত ১ হাজার ৩০৭টির কাজ শেষ হয়েছে।

প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও পরিবেশ বিষয়ে ধারণা দিতে 'সুস্বাস্থ্যে-সুশিক্ষা' কর্মসূচি গ্রহণ করেছি। ৩৯ হাজার ৩০৩টি গভীর নলকূপ স্থাপন পরিকল্পনার আওতায় ২৫ হাজার ৬২১টি স্থাপন করা হয়েছে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অনুপাত হ্রাস পেয়েছে, ছাত্র-শিক্ষক ও অভিভাবকদের সমন্বয়ে School Level Improving Program (SLIP) শীর্ষক কার্যক্রম, ওয়াশ ব্লক নির্মাণ কাজ, ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠির নিজস্ব বর্ণমালায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন কাজ চলছে।

শারীরিক ও মানসিক বিকাশ এবং ক্রীড়ানৈপূণ্য বাড়াতে প্রাথমিকে ছাত্রদের জন্য বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ এবং ছাত্রীদের বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজন করা হচ্ছে। ২০১১ সাল থেকে আন্তঃপ্রাথমিক বিদ্যালয় ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা হচ্ছে।

২০১০ সাল হতে প্রতিটি বিদ্যালয়ে 'স্টুডেন্টস কাউন্সিল' গঠিত হচ্ছে। তাদের প্রশিক্ষণের জন্য কক্সবাজারে 'লিডারশিপ ট্রেনিং সেন্টার' নির্মিত হচ্ছে। প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য হুইল চেয়ার, হিয়ারিং এইড, ক্র্যাচসহ অন্যান্য সরঞ্জাম প্রদান করা হচ্ছে।

উপস্থিত শিক্ষক-শিক্ষার্থীবৃন্দ,

আমি শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে বলব, আপনারা একটা মহৎ পেশায় আছেন। জাতির পিতা প্রায়ই বলতেন 'সোনার বাংলা গড়ার জন্য সোনার মানুষ চাই'। আপনারা হচ্ছেন সেই মানুষ গড়ার কারিগর। আপনারা পারেন-নীতি ও মূল্যবোধের চর্চা শিখিয়ে দেশের প্রতিটি শিশুকে আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে। ভালো-মন্দ কিংবা ন্যায়-অন্যায় বিবেচনার জ্ঞান এবং দেশাত্মবোধের শিক্ষা দেয়া আপনাদের দায়িত্ব।

আসুন, আমরা সবাই মিলে দেশের শিক্ষাখাতের উন্নয়নে এগিয়ে যাই। আমাদের সন্তানদের দায়িত্ববান, সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তুলি। দেশ থেকে নিরক্ষরতা চিরতরে দূর করি। ক্ষুধা-দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতামুক্ত, জাতির পিতার স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' গড়ে তুলি।

আমরা যুদ্ধ করে বিজয়ী হয়েছি। আমরা বীরের জাতি। উন্নয়ন-উৎপাদনের ক্ষেত্রে আমাদের 'রিপ্রোডাকটিভ' চিন্তা করতে হবে। তবেই ২০২১ সালে মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্য অর্জনে আমরা সফল হব।

সবাইকে ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...